তারিখ 19 MAY 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

সংবাদ

সম্পাদকীয়

নারায়ণগঞ্জে শিক্ষক বরখাস্ত প্রসঙ্গে

নারায়ণগঞ্জের পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে শ্যামল কান্তি ভক্তকে। ধর্মীয় কটূক্তি করার অভিযোগে মারধর এবং কান ধরে ওঠবস করানোর ঘটনার চারদিনের মধ্যে তাকেই বরখাস্ত করেছে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি। উক্ত কমিটির সভাপতি ফারুকুল ইসলামের স্বাক্ষরিত চিঠিতে বরখাস্তের কারণ হিসেবে বলা হয়, শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের ওপর শারীরিক নির্যাতন, চাকরি দেয়ার কথা বলে অর্থগ্রহণ, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য এবং ছুটি না নিয়ে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকা ও প্রায়ই দেরিতে বিদ্যালয়ে আসার জন্য বরখাস্ত করা হলো। পরিচালনা কমিটি বলছে, উক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে অতীতেও এসব অভিযোগ উঠেছে এবং তাকে এ নিয়ে সতর্কও করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত শিক্ষক অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত না হওয়ায় তাকে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি সর্বসম্মতভাবে সাময়িক বরখাস্ত করে। বরখাস্তের সিদ্ধান্ত ১৩ মে নেয়া হলেও এ সংক্রান্ত চিঠি উক্ত শিক্ষক পান ১৬ মে।

শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনায় দেশের সর্বস্তরের মানুষ ক্ষুব্ধ। সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিদেরও ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেছে। শিক্ষক লাঞ্ছনার প্রতিবাদে এবং এর বিচার দাবিতে আন্দোলন হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে উক্ত বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি শ্যামল কান্তিকে প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে বরখাস্ত করল। এ ঘটনায় প্রমাণ হয়, ম্যানেজিং কমিটি জাতির সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, তাদের এ অবস্থানের পেছনে নারায়ণগঞ্জের একটি বিশেষ পরিবারের প্রভাব রয়েছে। শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনায় ইতোমধ্যে উক্ত পরিবারের প্রভাবের কথা গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে।

বরখাস্ত করার জন্য যেসব কারণ উল্লেখ করা হয়েছে সেসবের ভিত্তি নেই বলে দাবি করেছেন শিক্ষক শ্যামল কান্তি। ম্যানেজিং কমিটি বলছে পূর্বেও তার বিরুদ্ধে বহুবার এ ধরনের অভিযোগ উঠেছে। ম্যানেজিং কমিটির কথা সত্য হলে, বহুদিন ধরেই উক্ত শিক্ষক ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানছেন। অথচ এ কথার ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একটি কথা বোঝা যাচ্ছে যে, উক্ত শিক্ষককে অপদস্থ করার জন্য 'ধর্মীয় অনুভূতিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে একটি চক্র।'

আমরা শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনার দ্রুত বিচার চাই। এর সঙ্গে যে বা যারাই জড়িত থাকুক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি আরেকটি বিষয়ে সরকারকে কাজ করতে হবে। দেশে 'ধর্মীয় অনুভূতির' অস্ত্র ব্যবহারের যে একটি ক্ষতিকর প্রবণতা শুরু হয়েছে তার লাগাম টানতে হবে কঠোরভাবে। প্রশ্ন হচ্ছে, জাতীয় সংসদে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি 'ধর্মীয় অনুভূতির' উস্কানিতে অংশ নেন তবে সরকার সেটিকে কীভাবে মোকাবিলা করবে। আমরা মনে করি নারায়ণগঞ্জের ঘটনা সরকারের জন্য একটি টেস্ট কেস। এক্ষেত্রে সরকার যদি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে তবে 'ধর্মীয় অনুভূতির' অস্ত্র ব্যবহারকারীরা একটা শিক্ষা নিতে পারবে।